(০৪ নং) মতবিরোধের কারণঃ

(৪) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণকে (إِحْسَانٍ - ইহসান) তথা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবুহু অনুসরন না করাঃ

ব্যাখ্যাঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর হিজরত করে মদীনা শরীফে অবতরন করার দিন পর্যন্ত ঈমান ও হিজরতে অগ্রগামী সাহাবী কেরামগন (মুহাজির সাহাবীগণ) এবং ঈমান ও সাহায্যে অগ্রগামী সাহাবী কেরামগনের (মদীনার আনসার সাহাবীগণের) পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করাকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর প্রতি ঈমান আনার বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য ফরজ তথা আবশ্যক ও বাধ্যবাধকতা করে দিয়েছেন।

যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন----------

"وَالسَّابِقُوْنَ اَلاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَاَلَّذِيْنَ اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ"

(অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) (إِحْسَانٍ - ইহসান) বা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।

এখানে প্রনিধানযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এ যে, উপরে উল্লেখিত আয়াতে কারীমাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসরন করতে না বলে বরং মুহাজির ও আনসারগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) মধ্যকার অগ্রগামী সাহাবীকেরামগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করতে বলা হয়েছে। এর অর্থ এ যে, কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যাতে করে এ কথা বলতে সাহস না করে যে, আমরা কুরআন শরীফ মানব অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা কে মানব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর আদেশ-নিষেধ শুনব, সাহাবীদের মানতে যাব কেন। উপরোক্ত আয়াতে করীমাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও হিজরতে অগ্রগামী সাহাবী কেরামগণকে (মুহাজির সাহাবীগকে) এবং ঈমান ও সাহায্যে অগ্রগামী সাহাবী কেরামগণকে(মদীনার আনসার সাহাবীগণকে) সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর প্রতি ঈমান আনার বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য শর্ত তথা ফরজ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন ও সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সু-উচ্চ সম্মাণ-মর্যাদাও ফুটিয়ে তোলেছেন এবং তাঁদের আমল, চরিত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে পছন্দনীয় প্রমাণ করে দিয়েছেন।

সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) এত সু-উচ্চ সম্মাণ-মর্যাদা কেন?

এর কারন হচ্ছে এই যে, তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে মুমিন হয়েছে।

সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা ব্যাতিত যারা শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করে এবং আদেশ-নিষেধ মানে এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি তাদের এরূপ বিশ্বাস বা ঈমান মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের ইমানের প্রসংশা করে (রাদিআল্লাহু আনহুম) বলেন-----------------------------------
"فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ،" (অর্থঃ- "যদি তারা তোমাদের ন্যায় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন", সুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।
উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যারা মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনূরূপ ঈমান আনয়ন করবে তাঁদের ঈমানই মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন। আর যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনূরূপ ঈমান আনয়ন করবেনা তাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যাক্তিবর্গ হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অতএব, উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য মানদন্ড আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) জন্য মানদন্ড।
উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে এ বিষয়টিও বুঝা গেল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরনকারীগণের প্রতিও আল্লাহ তাআ'লা সন্তুষ্ট । এরকম সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরনকারীগণের মধ্যে মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত প্রথম সারির মুসলিম হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী- "خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمّ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم" {অর্থঃ-"আমার যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [প্রথম শতাব্দী],এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [দ্বিতীয় শতাব্দী], এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [তৃতীয় শতাব্দী] , তার পর [চতুর্থ শতাব্দীতে] মিথ্যার প্রাদূর্ভাব হবে,খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গ , মিথ্যা স্বাক্ষ্য ইত্যাদি আবির্ভাব হবে,সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ " خَيْرُ أُمَّتِىْ الْقَرْنُ أَوْ يَلُوْنِىْ" মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ الَّذِيْنَ بُعِثْتُ فِيْهِمْ" বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, "خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ" নাসাই শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৫০৯"} এর অন্তর্ভূক্ত তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণ । মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রিদা তথা সন্তুষ্টির স্তরের বেলায় তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণের সমপর্যায়ে (রাদিআল্লাহু আনহুম) রেখেছেন। এটা তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে মহা সৌভাগ্যেরনিদর্শন।
অতএব, তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকার মধ্যে যাদের নাম রয়েছে তাঁদের স্বপক্ষে থাকা, তাঁদের স্বপক্ষে কথা বলা , তাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি প্রচার করা, প্রসংশা করা ও خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের সমর্থন করাই হচ্ছে সাহাবীকেরামগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা সত্যিকার মুমিন-মুসলিম তথা ঈমানদারের নিদর্শন এবং তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলা, তাঁদের দূর্নাম করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা ও দোষ তালাশ-

অনেষণ করা এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম তথা বেঈমানের লক্ষণ। কারন, " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاَثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমগণের যে যত বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা হউক না কেন সে কখনো তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের চেয়ে উত্তম মুমিন-মুসলিম হবে না বা হতে পারবেনা। এর কারন হচ্ছে " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاَثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমদের উত্তম লোক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন স্বাক্ষ্য নাই। তবে হাঁ, " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاَثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমগণ যদি " "خَيْرُ الْقُرُوْنِ তথা তিন উত্তম যুগ বা শতাব্দীর তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের স্বপক্ষে থাকে, তাঁদের স্বপক্ষে কথা বলে, তাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি প্রচার করে ও প্রসংশা করে এবং সততার সহিত তাঁদেরকে পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করে তাহলে " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاَثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমদের প্রতিও মহান আল্লাহ তাআ'লা সন্তুষ্ট হবেন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন-" "وَالَّذِيْنَ اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ {অর্থঃ- "এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন"। *সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*}।
অতএব, " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاَثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীল " তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের পরবর্তী মুমিন-মুসলিমদের মধ্যে যারা " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاَثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত " তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের বিরোধিতা করবে তারা বাহ্যিকভাবে ঈমানদার দাবী করলেও বাস্তবে তারা বেঈমান ও মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম। এ সব নামধারী মুসলিমকে তওবার মাধ্যমে সংশোধিত হয়ে খাটি মুমিন-মুসলিম হওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।